আলমডাঙ্গায় অবৈধ ২ ইট ভাটায় অভিযান, চার লাখ টাকা জরিমানা

আলমডাঙ্গায় অবৈধভাবে গড়ে ওঠা দুটি ইট ভাটার মালিককে চার লাখ টাকা জরিমানা করেছে জেলা প্রশাসন।
মঙ্গলবার সকাল থেকে দুপর পর্যন্ত আলমডাঙ্গা উপজেলা এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসনের সহকারী নির্বাহি ম্যাজিস্ট্রেট (এনডিসি) জাকির হোসেন।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলায় প্রায় ২০ টি ইট ভাটা রয়েছে। কিছু ভাটায় বৈধ কাগজপত্র থাকলেও অনেক ভাটায় নেই পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ও ভাটা পরিচালনার নবায়ন সনদপত্র। এছাড়াও দীর্ঘদিন যাবৎ আলমডাঙ্গা উপজেলায় ৫/৬ টি ইট ভাটায় কয়লার বদলে পুড়ানো হচ্ছে বনজ গাছপালা। যা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর।

তারই ধারাবাহিকতায় আলমডাঙ্গার দুটি ভাটায় জেলা প্রশাসনের নির্বাহি ম্যাজিস্ট্রেট জাকির হোসেন মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন। এসময় কুমারি ইউনিয়ন বন্ডবিল এলাকার মতিয়ার রহমান বাবুর (এমএসবি) ব্রিকসে ২ লাখ টাকা ও ডাউকি ইউনিয়নের বিনেতপুর যমুনা মাঠের শহিদুল ইসলামের ইট ভাটায় ২ লাখ টাকা জরিমানা করেন।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনার বিষয়ে জেলার নির্বাহি ম্যাজিস্ট্রেট (এনডিসি) জাকির হোসেন বলেন, আলমডাঙ্গায় অবৈধ দুটি ইট ভাটায় ৪ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। যাদের ইট ভাটার কাগজপত্রে ত্রুটিপূর্ণ রয়েছে তারা যেনো দ্রুত কাগজপত্র সংশোধন করে নেয়। পরিবেশ ও ভাটা পরিচালনার কাগজপত্র না করলেও আবারো পর্যায়ক্রমে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হবে।

ঝিনাইদহে কৃষক চান্নু মিয়া

হত্যা মামলায় রায়

ঝিনাইদহে কৃষক চান্নু মিয়া হত্যার চাঞ্চল্যকর মামলায় ১ জনের আমৃত্যু, ৫ জনের যাবজ্জীবন ও ১৭ জনের ১ বছর করে কারাদন্ড দিয়েছে আদালত।

মঙ্গলবার দুপুরে জেলার অতিরিক্ত দায়রা জজ ১ম আদালতের বিচারক মোঃ শওকত হোসাইন এ দন্ডাদেশ প্রদাণ করেন।

মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণে জানা যায়, ২০০৭ সালের ৮ এপ্রিল সদর উপজেলার করিমপুর গ্রামে পুর্ব শত্রুতার জের ধরে কৃষক চান্নু মিয়াকে কুপিয়ে হত্যা করে আসামীরা।

এ ঘটনায় পরদিন নিহতের পিতা শাহাদাত হোসেন বাদি হয়ে ৩০ জনকে আসামী করে সদর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করে। তদন্ত শেষে ওই বছরের ৩০ জুন ৩০ জনকে অভিযুক্ত করে আদালতে চার্জশীট দাখিল করে তদন্তকারী কর্মকর্তা।

দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে আদালত মামলার আসামী বজলু মিয়াকে আমৃত্যু, তফসের আলী, আব্দুল জলিল, তিতু, ইকতিয়ার ও আব্দুল আলিমকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদাণ করেন।

এ মামলায় আরও ১৭ জনকে ১ বছর করে কারাদন্ডাদেশ প্রদাণ করা হয়। অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় ৩ জনকে খালাস দেয় আদালত। মামলা চলাকালে মৃত্যুবরণ করায় ৪ জনকে মামলা থেকে অব্যহতি দেওয়া হয়েছে।

আসামী পক্ষের আইনজীবী এ্যাড. নেকবার হোসেন বলেন, আমরা ন্যায় বিচার পায়নি। আমার উচ্চ আদালতে আপিল করবো।

রাষ্টপক্ষের আইনজীবী অতিরিক্ত পিপি এ্যাড. আব্দুল খালেক বলেন, আমরা এ হত্যার মামলা আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি। আমরা আরও কঠোর শাস্তি আশা করেছিলাম। কিন্তু আদালত যা রায় দিয়েছেন তাতেও আমরা সন্তুষ্ট।

আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে ২ দোকান মালিককে ১৭ হাজার টাকা জরিমানা

আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়া ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে ২ দোকান মালিককে ১৭ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুর ১ টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নুর এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।
জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের হাটবোয়ালিয়া বাজারে দীর্ঘদিন যাবৎ মেহেরপুর জেলার আব্দুল হান্নানের ছেলে আনারুল ইসলাম নকল সার প্যাকেজিং করে বিক্রয় আসছে।

মঙ্গলবার হাটবোয়ালিয়া বাজার থেকে আলমসাধু যোগে প্যাকেজিং সার বিভিন্ন বাজারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্য বের হচ্ছিলো।

এসময় আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নুর হাতে নাতে সার ভর্তি আলমসাধু আটক করে। পরে সার দোকান মালিক আনারুলকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করে। আলমসাধু ভর্তি সার জব্দ করে।

এদিকে, হাটবোয়ালিয়া বাজারে দবির উদ্দিনের ছেলে রিশান উদ্দীন ভ্যারাটিজ মালামালের ব্যবসা করে। একই দোকানে সার ঔষধের ব্যবসা করায় তাকে ২ হাজার টাকা জরিমানা গুনতে হয়।

দামুড়হুদায় চুরির অপবাদে বৃদ্ধাকে কুপিয়ে জখম, আটক ২

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার বড় দুধপাতিলা সাইকেল চুরির অপবাদ দেয়ায় আব্দুল খালেক (৭৫) নামে এক বৃদ্ধকে কুপিয়ে জখম করার ঘটনা ঘটেছে।

এসময় তার কিশোর ছেলে সোহেল রানা (১১) কে মারধর করা হয়েছে। আহত পিতা-পুত্রকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক আব্দুল খালেকের মাথার ক্ষতস্থানে ৫-৭ টি সেলাই প্রদান করেন।

মঙ্গলবার দুপুর আড়াই টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার হাউলি ইউনিয়নের বড় দুধপাতিলা গ্রামে এঘটনা ঘটে। পুলিশ এঘটনায় অভিযুক্ত দুজনকে আটক করেছে।

আটককৃতরা হলেন, একই এলাকার জামাত আলীর স্ত্রী তুছরা বেগম (৩২) ও তার ছেলে শরিফ (২২)।

আহতরা হলেন, বড় দুধপাতিলা গ্রামের বসতিপাড়ার মৃত আব্দুল কাদেরের ছেলে আব্দুল খালেক (৭৫), ও তার ছেলে সোহেল রানা (১১)।

আহতের স্বজনদের দাবি, এক সপ্তাহ পূর্বে আব্দুল খালেকের বাড়ি থেকে দুটি বাইসাইকেল চুরির ঘটনা ঘটে। গোপন সুত্রে জানতে পারে ওই সাইকেল দুটি এলাকার শরিফ চুরি করেছে।

মঙ্গলবার দুপুরে চুরির ব্যাপারে শরিফের নিকট জানতে চাই আব্দুল খালেক। এতে শরিফের পরিবারের সদস্যদের সাথে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয় আব্দুল খালেকের।

একপর্যায়ে বৃদ্ধ আব্দুল খালেককে বেধড়ক মারপিট করে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা এবং কোদাল দিয়ে মাথায় কোপ দেয় শরিফ। বাবাকে মারধর করতে দেখে কিশোর ছেলে সোহেল রানা প্রতিবাদ করলে তাকেও বেধড়ক মারধর করে তারা। পরে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পাঠায়।

এদিকে খবর পেয়ে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেই। ঘটনার সাথে জড়িত দুজনকে আটক করে পুলিশ।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. উৎপলা বিশ্বাস আহত দুজনের অবস্থা শঙ্কামুক্ত। বৃদ্ধ খালেকের মাথায় ধারালো অস্ত্রের জখমের চিহৃ আছে। সেখানে ৫-৭ টা সেলাই প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও কিশোর সোহেল রানার শরীরসহ তার অন্ডকোষে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ভর্তির পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

মেহেরপুরের গাংনী থেকে দুই মাদক কারবারী আটক ॥ ১২৫ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার

মেহেরপরের গাংনীর সীমান্ত গ্রাম কাজিপুর গ্রাম থেকে দুই মাদক কারবারীকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

আজ মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের একটি টীম তাদেরকে গ্রেপ্তার করে। এসময় তাদের কাছ থেকে ১২৫ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়।

আটককৃতরা দীর্ঘদিন প্রশাসনের চোখ ফাকি দিয়ে মাদক কারবার করছিল। এরা হচ্ছে- গাংনীর কাজিপুর বাদিয়াপাড়ার মৃত সুলতানের ছেলে জাকির হোসেন (৪০) ও একই গ্রামের কলেজপাড়ার শহিদুল ইসলামের ছেলে পলাশ (২৮)। তাদেরকে মামলাসহ গাংনী থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

গোয়েন্দা পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী জানান, আটককৃতরা বিক্রির উদ্দেশ্যে নিজ বাড়িতে ফেনসিডিল মজুদ করেছে মর্মে সংবাদের ভিত্তিতে গোয়েন্দা পুলিশের একটি টীম সেখানে অভিযান চালায়। এসময় তাদের বাড়ি থেকে ফেনসিডিল পাওয়া গেলে আটক করে মামলাসহ গাংনী থানায় সোপর্দ করা হয়।

৫ বছর আগে খুন হওয়া ব্যক্তিকে জীবিত উদ্ধার করলো পিবিআই

মেহেরপুরে খুন ও গুমের ৫ বছর পর রকিবুজ্জামান রিপন (৩০) নামের এক ব্যক্তিকে জীবিত উদ্ধার করেছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)। পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) কুষ্টিয়ার

একটি দল গত রবিবার গাজীপুর থেকে তাকে উদ্ধার করে।

উদ্ধার হওয়া রিপন মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীপুর গ্রামের দত্তপাড়ার মনিরুল ইসলামের ছেলে। ২০১৭ সালে গাংনী উপজেলার ভরাট গ্রামে শশুরবাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হন রিপন। রিপনকে আজ মঙ্গলবার মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট তারিক হাসানের আদালতে হাজির করা হলে আদালত তাকে বাবা মায়ের জিম্মায় দেন।

পিবিআই কুষ্টিয়ার পরিদর্শক মনিরুজ্জামান জানান, গাংনীর ভরাট গ্রামের আকবর হোসেনের মেয়ে শ্যামলী খাতুনকে বিয়ে করে ঘরজামাই হিসেবে বসবাস করছিলেন রকিবুজ্জামান রিপন। তাদের ঘরে একটি ছেলে সন্তানের জন্ম হয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ শুরু হওয়ায় ২০১৭ সালের ৮ জুলাই নিরুদ্দেশ হন রকিবুজ্জামান রিপন। রিপনের কোনো খোঁজ খবর না পাওয়ায় তার বাবা মনিরুল ইসলাম রিপনের স্ত্রী, শ্বশুর, শাশুড়ি এবং চাচা শ্বশুরের নামে মেহেরপুর আদালতে মামলা করেন। আদালতের নির্দেশে পুলিশ দীর্ঘদিন তদন্ত করে রিপনের কোনো হদিস পাননি। আদালত পুলিশের তদন্ত প্রতিবেদন গ্রহণ না করে পিবিআইকে পুনতদন্তের নির্দেশ দেন।

মনিরুজ্জামান আরও জানান, রিপন মো. শরিফুল ইসলাম ছদ্মনাম ধারণ করে গাজীপুর শ্রীপুরে অবস্থান করেন। সেখানে ডার্ড কম্পোজিট টেক্সটাইল লিমিটেডে টেকনিশিয়ান পদে চাকরি নেন। গত বছরের মার্চে গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার মনমথ কুঠিপাড়ার সিরাজুল ইসলামের মেয়ে শিমলা আক্তারকে (২০) বিয়ে করেন। আদালতের নির্দেশনা পেয়ে পিবিআই কুষ্টিয়ার পুলিশ তদন্ত শুরু করেন এবং সোর্স নিয়োগ করে খুঁজতে থাকেন রিপনকে। কয়েকদফা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় রিপনের পরিবার ও শশুর বাড়ির লোকজনকে। পরে রোববার ডার্ড কম্পোজিট টেক্সটাইল মিলের সামনে থেকে তাকে আটক করে। সেখান থেকে মেহেরপুরে নিয়ে প্রাথমিক জবানবন্দি শেষে মঙ্গলবার তাকে আদালতে নেওয়া হয়।

মেহেরপুর জেলা জামায়াতের সাবেক আমীর হাজি ছমির উদ্দিন কারাগারে

মেহেরপুর জেলা জামায়াত ইসলামীর সাবেক আমীর ও সদর উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান হাজী ছমির উদ্দিনকে পুলিশের দায়ের করা ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ মামলায় কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আজ রোববার (২০ ফেব্রুয়ারী) দুপুরের দিকে মেহেরপুর স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল-১ এর বিচারক ওয়ালিউল ইসলামের আদালতে হাজির হয়ে জামিন আবেদন করলে বিজ্ঞ বিচারক জামিন না মুঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

হাজী ছমির উদ্দীনের আইনজীবী অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, ২০১৩ সালে জামায়াতের ডাকা হরতালে শহরের তার নিজ বাড়ি ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। এ ঘটনায় ৭৬ জনের নাম উল্লেখ করে ও অজ্ঞাত আরো ৩৫০ জনকে আসামি মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন থানা পুলিশ।

এ মামলায় ছমির উদ্দীনকে ৮ নম্বর আসামি করা হয়। এরপর তিনি যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। বর্তমানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। সাম্প্রতিক সময়ে হাজী ছমির উদ্দীনের মা মারা গেলে দেশে আসেন তিনি। আজ রোববার আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন চান । শুনানি শেষে জামিন নামঞ্জুর করে তাকে কারাগারে পাঠান বিচারক।

উল্লেখ্য, ২০১৩ সালে নির্বাচন পূর্ববর্তি সময়ে মেহেরপুরের ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতা-কর্মীরা জেলা জামায়াতের আমির ছমির উদ্দিনের বাড়িতে হামলা ভাঙচুর ও আগুন ধরিয়ে দেই। ওই ঘটনার পর হাজী ছমির উদ্দীন আমেরিকা চলে যান। সাম্প্রতিক সময়ে তার মা মারা গেলে দেশে আসেন তিনি।

গাংনীতে কৃষক সাদেক আলী নিহতের ঘটনায় ১৭ জনের নামে মামলা,গ্রেপ্তার-১

জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে কৃষক সাদেক আলী নিহতের ঘটনায় গাংনী থানায় একটি মামলা হয়েছে।

শনিবার বিকেলে মামলাটি করেন সাদেক আলীর ভাই আবুল কাশেম। এদিকে হামলার প্রধান আসামী খাইরুলকে কুষ্টিয়া থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কুষ্টিয়া থানা পুলিশের একটি টীম তাকে গ্রেপ্তার করে। তাকে কৃষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে পুলিশ প্রহরায় চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, গাংনী থানা পুলিশের তথ্যের ভিত্তিতে কুষ্টিয়া সদর থানার একটি টীম হামলাকারী হোগলবাড়িয়া গ্রামের খাইরুলকে আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার করে। তাকে চিকিৎসাধীন রাখা হয়েছে। তিনিই ছিলেন হামলার পরিকল্পনা ও প্রত্যক্ষ হামলাকারী। এ ঘটনায় গাংনী থানায় একটি হত্যা মামলা হয়েছে। মামলা নং- ১৪, তাং ১৯/০২/২২ ইং। মামলায় ১৭জনকে আসামী করা হয়েছে।

সুত্র জানায়, ১৫ বিঘা খাস জমি নিয়ে হোগল বাড়িয়া গ্রামের সাদেক আলী গং ও খাইরুল ইসলাম গংয়ের সঙ্গে বিরোধ চলছিল একযুগ ধরে। এনিয়ে উচ্চ আদালতে মামলা চলমান।

গত বুধবার ওই জমিতে সাদেক আলী গং ধানের চারা রোপণ করেন। গত বৃহষ্পতিবার প্রতিপক্ষ খাইরুল ইসলাম গং ওই জমিতে রোপণকৃত চারা বিনষ্ট করে।

শুক্রবার সকালে আবারো ওই জমিতে ধানের চারা রোপণ করতে যান সাদেক আলী গং। এসময় ওৎ পেতে থাকা খাইরুল ও তার লোকজন দেশিয় ধারালো অস্ত্র এবং লাঠি সোটা নিয়ে তাদের উপর হামলা করে। এতে ঘটনাস্থলেই নিহত হন সাদেক আলী। আহত হয় তার সহযোগী আরো ১০ জন।

সুত্র আরো জানায়, হোগলবাড়িয়া গ্রামের মাঠে দুটি মৌজায় ১৫ বিঘা জমি। ওই জমি নিয়ে একাধিকবার সংঘর্ষ হয়। দুটি পক্ষ সব সময় একে অপরের ফসল বিনষ্ট করে। এ ঘটনায় মামলা হয়। মামলা থেকে জামিনে এসে

তারা আবারো ফসল নষ্ট করার কাজে লিপ্ত হয়।

গাংনীতে ফেনসিডিলসহ মাদক কারবারি আটক

সাব্বির হোসেন (২০) নামের এক মাদক কারবারিকে আটক করেছে র্যাব।

গত শুক্রবার মধ্যরাতে তাকে মেহেরপুরের গাংনীর জোড়পুকুরিয়া বাজার থেকে র্যাব-৬ গাংনী ক্যাম্পের একটি টীম তাকে আটক করে। তার কাছ থেকে জব্দ করা হয় ৫৩ বোতল ফেনসিডিল ও একটি মোবাইল ফোন।

সাব্বির হোসেন গাংনীর রামদেব পুরের ইস্রাফিল হোসেনের ছেলে। শনিবার তাকে গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, জোড়পুকুর বাজারে ফেনসিডিল বেচা কেনা চলছে মর্মে সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালায় র্যাব।

এসময় ৫৩ বোতল ফেনসিডিলসহ সাব্বিার নামের একজনকে আটক করে। শনিবার মামলাসহ তাকে গাংনী থানায় সোপর্দ করে। সাব্বিরকে মেহেরপুর আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

দর্শনায় র্যাবের অভিযান ইয়াবা ফেনসিডিল উদ্ধার গ্রেফতার-৪

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন এলাকায় মাদক বিরোধী পৃথক দুটি অভিযান পরিচালনা করেছে ঝিনাইদহ র্যাব-৬।

গত শুক্রবার সন্ধ্যার দিকে পৃথক দুটি মাদক বিরোধী অভিযান

পরিচালানা করে ১০৮ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল ও ১৩২০ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার সহ গ্রেফতার করা হয় ৪ জন মাদক ব্যবসায়ীকে।

গ্রেফতারকৃরা চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন সীমান্তবর্তী জয়নগর গ্রামের মৃত মুর্শিদ আলীর ছেলে আবদার আলী (৩৪), সরাবদ্দীনের ছেলে ফজলু আলী (২৯) ও একই উপজেলার দর্শনা থানাধীন এলাকার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের জিরাট গ্রামের মৃত গাজী রহমানের ছেলে মোজাপ্ফর হোসেন (৫০) এবং কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের চন্ডিপুর গ্রামের আব্দুর রশিদকে (৫০)।

ঝিনাইদহ র্যাব-৬ জানায়, গোয়েন্দা তথ্যের মাধ্যমে জানতে পারে চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানাধীন বড়শলুয়া গ্রামস্থ এলাকায় কতিপয় মাদক ব্যবসায়ী মাদক ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য অবস্থান করছে।

এমন সংবাদের ভিত্তিতে শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে ঝিনাইদহ ক্যাম্পের র্যাব-৬, সিপিসি-২ এর একটি বিশেষ আভিযানিক দল মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন বড়সলুয়া গ্রামস্থ কলেজ মোড়ের ফজলুর রহমানের মেসার্স মা- বাবার দোয়া ট্রেডার্সের দোকানের সামনে পাঁকা রাস্তার উপর।

এসময় ১০৮ বোতল ভারতীয় ফেনিডিল উদ্ধার সহ গ্রেফতার করা হয় মাদক ব্যবসায়ী চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন এলাকার সীমান্তবর্তী জয়নগর গ্রামের মৃত মুর্শিদ আলীর ছেলে আবদার আলী, সরাবদ্দীনের ছেলে ফজলু আলীকে।

একইদিন সন্ধ্যা পৌনে ৭টার দিকে একই অভিযানিক দল মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন এলাকার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের জিরাট গ্রামের জনৈক মোজাপ্ফর হোসেনের বাড়ীর সামনে পাঁকা রাস্তার উপর অভিযান পরিচালনা করেন।

এ অভিযানে ১ হাজার ৩২০ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেট সহ গ্রেফতার করা হয় দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন এলাকার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের জিরাট গ্রামের মৃত গাজী রহমানের ছেলে মোজাফফর হোসেন
(৫০) এবং কুড়ুলগাছি

ইউনিয়নের চন্ডিপুর গ্রামের আব্দুর রশিদকে (৫০)। গ্রেফতারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় হস্তান্তর করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনের ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।